

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ আলপনা খাতুন

রোলঃ 23090120344

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ আলপনা খাতুন

রোলঃ 23090120344

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ আলপনা খাতুন, আইডিঃ 23090120344 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Mst. Alpona Khalun

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ আলপনা খাতুন

আইডিঃ 23090120344

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:.....	5
প্রথম অধ্যায়:	9
সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত	9
সন্তান আমানত এই বিষয়ে একটি ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো :	10
দ্বিতীয় অধ্যায়:.....	13
সন্তানের জন্মের পরপর করণীয়	13
১. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়	13
২. নবজাতকের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত	14
৩. তাহনিক (খেজুর দিয়ে শিশুর তালু ভেজনো)	14
তাহনিকের উপকারিতা:	14
৪. আকীকা করা	15
আকীকার নিয়ম:	15
৫. সুন্দর ও অর্থবহ নামকরণ	15
৬. চুল মুন্ডন ও সদকা দেওয়া	16
৭. সন্তানের জন্য দোয়া করা	16
তৃতীয় অধ্যায়:.....	17
হালাল রিজিক ও সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব	17
১. হালাল রিজিকের গুরুত্ব	17
২. হারাম খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব	18
৩. সন্তানের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ	18
৪. সন্তানের দায়িত্বে অবহেলা করলে গুনাহ	19
৫. সন্তানের প্রাপ্য অধিকার	20
৬. পিতা-মাতার জন্য সতর্কবার্তা	21

চতুর্থ অধ্যায়:.....	22
সন্তানের শিক্ষা ও লালন-পালন	22
১. দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব.....	22
২. কুরআন শিক্ষা.....	22
৩. সালাতের শিক্ষা.....	23
৪. সঠিক আকীদা শিক্ষা.....	23
৫. দুনিয়াবী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	24
পঞ্চম অধ্যায়:.....	27
চরিত্র গঠন ও আদব শিক্ষা	27
১. নৈতিকতা ও সততার শিক্ষা.....	27
২. সহানুভূতি, নম্রতা ও সম্মানবোধ	27
৩. খারাপ বন্ধু থেকে দূরে রাখা.....	28
৪. ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা.....	28
৫. চরিত্র গঠনের ফলাফল	29
ষষ্ঠ অধ্যায়:.....	30
ন্যায়বিচার ও সমান আচরণ	30
ন্যায়বিচারের দিকসমূহ	33
ন্যায়বিচার না করার ক্ষতি:.....	33
সপ্তম অধ্যায়:.....	34
সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা.....	34
১. সঠিক সময়ে বিয়ে দেওয়া	34
২. ধার্মিক সঙ্গী নির্বাচন.....	34
৩. আর্থিক সুরক্ষা.....	35
৪. উত্তরাধিকার হক প্রদান	35

৫. দ্বীনি ও নৈতিক দিক থেকে সুরক্ষা	36
অষ্টম অধ্যায়:.....	37
সন্তানের জন্য দোয়া.....	37
১. সন্তানের জন্য দোয়া করার গুরুত্ব	37
২. কুরআনে সন্তানের জন্য দোয়া	37
৩. সন্তানের হেফাজতের জন্য দোয়া	38
৪. দোয়ার শিষ্টাচার	39
নবম অধ্যায়:	40
সন্তানেরা অবাধ্য হলে করণীয়	40
১. ধৈর্য ও সহনুভূতি অবলম্বন	40
২. উপদেশ ও নসীহত প্রদান	40
৩. শাসন, কিন্তু অত্যাচার নয়.....	41
৪. ভালো বন্ধু নির্বাচন.....	41
৫. দোয়ার মাধ্যমে সন্তানের হিদায়াত প্রার্থনা	42
দশম অধ্যায়:.....	43
সন্তানের অধিকার লঙ্ঘনের পরিণতি.....	43
১. আখিরাতে জবাবদিহিতা.....	43
২. আল্লাহর অভিশাপ ও গজব	43
৩. সন্তান অবাধ্য ও অবিশ্বাসী হয়ে উঠা.....	44
৪. পারিবারিক অশান্তি ও ভাঙন	44
৫. সমাজের ক্ষতি	45
একাদশ অধ্যায়:	46
বাস্তব জীবনের গল্প ও উপদেশ	46
১. সাহাবাদের দৃষ্টান্ত.....	46

২. আলেমদের উপদেশ	46
৩. বাস্তব জীবনের আধুনিক শিক্ষা.....	47
৪. সংক্ষিপ্ত উপদেশ.....	47
মাওলানা তারিক জামিলের বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে উল্লেখ করা হলো :.....	48
উপসংহার	51

ভূমিকা:

দাম্পত্য-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য

আল্লাহ সকল প্রাণীকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। মানুষকেও নর এবং নারী হিসেবে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের বিধান দিয়েছেন। এ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

সূরা আন নাহল : ৭২

“এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীগণ থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবিকাপদার্থ দিয়েছেন। তবে তারা কি তবুও অসত্যে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?”

— সূরা আন নাহল : ৭২

আয়াতে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মানুষে মানুষে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করে মানুষ-সৃষ্টির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তা সম্পূর্ণ করেছেন। প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম আঃ ও হযরত হাওয়া আঃ- এর পুত্রকন্যা বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তার ছিল বিশ্বে। পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এজন্য জোড়া জোড়া সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার সৃষ্টি করে, বিবাহের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করে সভ্যতার জনকতা এবং চিরস্থায়ী নিয়ম-বিধান মানুষ সমাজে বিধান দিয়েছেন, যা কালের পর কাল থেকে চলে আসছে।

এ সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

সূরা আন নিসা : ১

“হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মাধ্যমে বহু পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন। আর তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী।”

— সূরা আন নিসা : ১

মানুষ কে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পুত্র-পৌত্রাদি জন্ম দিয়ে পৃথিবীতে মানব বংশ বিস্তার করা। পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন, যৌন-ক্ষুধার নিবৃত্ত ও বংশ বিস্তারের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রয়োজন আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

(সূরা আর রুমঃ ২১)

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অমূল্য নিয়ামত। সন্তান প্রতিটি পিতা-মাতার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের পরীক্ষা। ইসলামে পিতা-মাতার জন্য সন্তান একটি আমানত, যার সঠিক লালন-পালন করা ফরজ দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ

(সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ৪৯)

বাংলা অনুবাদ:

“আল্লাহরই জন্য আসমান ও জমিনের রাজত্ব। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন।”

এই আয়াত আমাদের শেখায় যে সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ, এবং তিনি যাকে চান তাকে দেন।

সন্তানের জন্ম পিতা-মাতার জীবনে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। কিন্তু আনন্দের পাশাপাশি এটি নিয়ে আসে দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, সন্তান আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, বরং তারা আল্লাহর অর্পিত আমানত।

তাদের সঠিকভাবে লালন-পালন, শিক্ষা, চরিত্র গঠন এবং দ্বীনের পথে পরিচালিত করা পিতা-মাতার ওপর ফরজ দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

বাংলা অনুবাদ:

“তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী, এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

ইমাম তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণকারী,
পুরুষ তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণকারী,
নারী তার স্বামীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী,
এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।”

(সহিহ বুখারী: ৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ১৮২৯)

আজকের সমাজে আমরা লক্ষ্য করি, অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে শুধু খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দিয়ে দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন।

কিন্তু ইসলাম শুধু শারীরিক যত্ন নয়, বরং আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকেও সন্তানের পূর্ণাঙ্গ পরিচর্যার উপর গুরুত্ব দেয়।

এই হাদীস স্পষ্ট করে যে সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন, শিক্ষা ও আদব শেখানো পিতা-মাতার অপরিহার্য দায়িত্ব।

পিতা-মাতার ওপর অর্পিত দায়িত্বগুলো কুরআন, সহিহ হাদীস এবং সাহাবাদের জীবন থেকে আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা, যাতে প্রতিটি পরিবার সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

প্রথম অধ্যায়:

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত

১. সন্তান আল্লাহর নেয়ামত

সন্তান আল্লাহ তায়ালায় এক অমূল্য নেয়ামত ও অনুগ্রহ। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, সন্তান দান বা না দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর হাতে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّاذَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاذَا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠) ۝

(সূরা আশ-শুরা: ৪৯-৫০)

বাংলা অর্থ:

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন।
যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন।
নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।”

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সন্তান পাওয়া মানুষের কোনো যোগ্যতা বা পরিশ্রমের ফল নয়; বরং এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহ।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

(সূরা আত-তাগাবুন: ১৫)

বাংলা অর্থ:

“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষা; আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।”

অতএব, সন্তান আল্লাহর নেয়ামত হওয়ার পাশাপাশি পিতা-মাতার জন্য এক পরীক্ষা। তাদের সঠিক লালন-পালন, দ্বিনি শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর অর্পিত।

২. সন্তানের আমানত হওয়ার অর্থ

সন্তান পিতা-মাতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

আল্লাহ আমাদের হাতে তাদের জীবন, চরিত্র, আকীদা ও ঈমানের আমানত রেখেছেন।

যেভাবে কোনো সম্পদ বা দায়িত্ব আমাদের কাছে অর্পণ করা হলে তার যথাযথ হেফাজত করা জরুরি, তেমনি সন্তানের সঠিক লালন-পালন ও দ্বীনি শিক্ষাদানও অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম: ১৮২৯)

বাংলা অর্থ:

“তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল, এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তার পালিতদের ব্যাপারে জবাবদিহি করা হবে।

শাসক রাখাল, সে তার প্রজাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।

পুরুষ তার পরিবারের রাখাল, সে তার পরিবারের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।

নারী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের রাখাল, সেও তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে...”

এটি প্রমাণ করে, সন্তান আমাদের দায়িত্ব ও আমানত।

তাদের সঠিকভাবে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব অবহেলা করা বড় গুনাহ।

সন্তান আমানত এই বিষয়ে একটি ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ৬ /৭ বছরের ছেলে অসুখে পড়ল। সে যুগ অনুসারে চিকিৎসা করা হলো। যাওয়া নেহায়েত জরুরি হল। স্ত্রী কে বললেন, আমাকে বাধ্য হয়ে সফরে যেতে হচ্ছে। আর এদিকে ছেলের অবস্থা একেবারে নাজুক। তার চিকিৎসা ও ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা ঠিক মত কর। আমি যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। অধিক বিলম্ব হবে না। এ কথা বলে জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু চলে গেলেন।

যেদিন তার প্রত্যাবর্তনের কথা সেদিন ছেলের ইন্তেকাল হল। তিনি বাড়ি এলেন। তার স্ত্রী ছিলো বড় বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ। বর্তমান যুগের স্ত্রী হলে স্বামীকে দেখা মাত্রই বিলাপ শুরু করে দিতো। কিন্তু জাবের পত্নি এসব কিছুই করলেন না। তিনি নিজেকে শান্ত এবং স্থির রাখলেন। তিনি মৃতদেহটি বিছানায় শুইয়ে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখলেন যেন সে ঘুমিয়ে আছেন। তিনি নিজেকে এমনভাবে রাখলেন যেনো কোন শোক বিহ্বলতা নেই।

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে এলেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী স্ত্রী বেরিয়ে স্বামী কে অভ্যর্থনা জানালেন, করমর্দন করলেন এবং স্বামীর হাতে চুমু খেলেন। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরে এসেই জিজ্ঞেস করলেন ছেলে কেমন আছেন? তার স্ত্রী বললেন, আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত আরাম এবং শান্তিতে আছে। কথা মিথ্যা ছিলো না, মৃত্যুর পর সুখ শান্তি আর নিরাপদেই ছিলো। এমন জবাব দিলেন যে কথা মিথ্যা ও হলো না এবং স্বামীর মন তুষ্ট থাকে এবং অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে।

রাতের খাবার পরিবেশন করে স্বামীকে খাওয়ালেন। যদি আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর খবর জানাতেন তাহলে পানাহারের প্রশ্নই আসতো না। শোকাভিভূত হয়ে পড়তেন। মন খারাপও হয়ে যেত।

খাবারের পর বিছানায় গিয়ে স্বামীকে বললেন, আমি আপনাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে চাই। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? বললেন, জিজ্ঞাসা করো। বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি আমার নিকট কোনো জিনিস আমানত রাখে এবং সময় নির্দিষ্ট করে দেয় এক বছরের জন্য আমানত রাখছি। বছর শেষে সে ওই আমানতের বস্তু ফিরিয়ে নিতে চায়। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি? বললেন, হুকুম পরিষ্কার। যথা সময়ে আমানত ফিরিয়ে দেয়া কর্তব্য। যদি আমানত ফিরিয়ে দিতে অন্তরে ব্যাথা লাগে মন না চায় তবে?

স্বামী বললেন, অন্তর ব্যাথিত হওয়ার কি আছে? জিনিস তো আমার নয় অন্যের। নিজের জিনিস হলে দুঃখ থাকতে পারতো। যখন জিনিসটিই অন্যের আমানত, সময় নির্ধারণ ছিলো এখন মালিক ফেরত চাচ্ছে দুঃখ কষ্টের। কোন অর্থ নেই।

বললেন, শরীয়তের এই বিধান?

হ্যাঁ, শরীয়তের এই বিধান।

আমাদের ছেলেটি আল্লাহর আমানত ছিল। আল্লাহ সাত বছরের জন্য রেখেছিলেন। গতকাল দূত এসে বলল, আমানত ফিরিয়ে দাও। আমি আমানত ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা ভাবনা ও ব্যাথিত হওয়ার কোনো অধিকার আছে কি?

বললেন না। স্ত্রীর হাতে চুমু খেলেন এবং বললেন আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন। তুমি এমন সান্ত্বনা দিয়েছ যে, দুঃখের পরিবর্তে আনন্দে ভরে গেছে। আমরা আমানত আদায় করে দিয়েছি। আমাদের বোঝা হালকা হয়েছে।

আশ্চর্য! একজন নারী কি অপূর্ব ভঙ্গিতে স্বামী কে সান্ত্বনা দিলো। বস্তুত এসব হলো এসব নারীদের কাজ যাদের মধ্যে দীন ও দীয়ানতদারী রয়েছে।

এখানে আমরা বুঝতে পারলাম সন্তান আমাদের কাছে আল্লাহ র দেয়া আমানত যা সঠিক সময়ে সেই আমানত ফিরিয়ে দেয়া।

৩. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার জবাবদিহিতা

কিয়ামতের দিন পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানের লালন-পালন, চরিত্র গঠন, দ্বীনি শিক্ষা ও সঠিক তালীম-তারবিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(সূরা আত-তাহরীম: ৬)

বাংলা অর্থ:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।

এর উপর কঠোর ও শক্তিশালী ফেরেশতারা নিযুক্ত আছে;

তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয়, তাই করে।”

এ আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব।

ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেনঃ

“সন্তানের নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হলো, পিতা-মাতার অবহেলা।
যদি পিতা-মাতা সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা না দেন এবং সঠিকভাবে লালন-পালন না করেন,
তবে সেটি তাদের জন্য বড় গুনাহের কারণ হবে।”
(তারবিয়াতুল আউলাদ: ৩২)”

দ্বিতীয় অধ্যায়:

সন্তানের জন্মের পরপর করণীয়

ইসলামে সন্তানের জন্মের পর কিছু সুন্নত ও দায়িত্ব রয়েছে, যা পিতা-মাতার পালন করা উচিত। এগুলো নবী করীম ﷺ-এর হাদীস, কুরআনের নির্দেশনা এবং সাহাবাদের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

১. সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায়

সন্তানের জন্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল নিয়ামত।
কুরআনে আল্লাহ বলেন:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“সম্পদ ও সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।”
(সূরা আল-কাহফ: ৪৬)

সন্তান হওয়ার পর পিতা-মাতার উচিত আল্লাহর এই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা,
কারণ সন্তান আমাদের কোনো যোগ্যতার কারণে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দান।

২. নবজাতকের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত

নবী করীম ﷺ বলেছেন:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبَّيَّانِ
“যার ঘরে সন্তান জন্ম নেয়, সে যেন ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয়; এতে শিশুকে কোনো ক্ষতি হবে না।”
(আবু দাউদ: ৫১০৫)

উপকারিতা:

জন্মের পর প্রথম যে শব্দ শিশুর কানে পৌঁছাবে, তা হবে তাওহীদের ডাক।

এটি শিশুর অন্তরে ঈমানের বীজ রোপণ করে।

৩. তাহনিক (খেজুর দিয়ে শিশুর তালু ভেজানো)

আব্দুল্লাহ ইবনে আযযুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত:

নবী ﷺ নবজাতকের জন্য খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে মাখিয়ে দিতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন।

(সহিহ বুখারী: ৫১৫৩, সহিহ মুসলিম: ২১৪৫)

তাহনিকের উপকারিতা:

শিশুর হজম প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়।

নবজাতকের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত পালন হয়।

৪. আকীকা করা

সন্তানের জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা সুন্নত।

নবী করীম ﷺ বলেছেন:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

“প্রতিটি শিশু তার আকীকার কারণে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার জন্য পশু জবাই করা হবে, তার মাথার চুল মুন্ডন করা হবে এবং তার নামকরণ করা হবে।”

(আবু দাউদ: ২৮৩৮, তিরমিজি: ১৫২২)

আকীকার নিয়ম:

ছেলের জন্য দুটি ছাগল বা সমমূল্যের পশু।

মেয়ের জন্য একটি ছাগল।

মাংস আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র এবং পরিচিতদের মাঝে বন্টন করা যায়।

৫. সুন্দর ও অর্থবহ নামকরণ

কুরআনে বলা হয়েছে:

وَجَعَلْنَا لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا

“আমি তাকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি।”

(সূরা আল-ইনসান: ২)

শ্রবণ ও দর্শনের পাশাপাশি পরিচয়ের জন্য একটি সুন্দর নামও সন্তানের অধিকার।

নবী করীম ﷺ বলেছেন:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম এবং পিতার নাম দ্বারা ডাকা হবে, তাই তোমরা সুন্দর নাম রাখো।”

(আবু দাউদ: ৪৯৪৮)

ভালো নাম রাখার পরামর্শ:

আল্লাহর বান্দা বোঝায় এমন নাম যেমন আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান।

নবী ও সাহাবাদের নাম।

সুন্দর অর্থবহ নাম যেমন ফাতিমা, আয়েশা, মারিয়াম, হাসান, হুসাইন।

৬. চুল মুন্ডন ও সদকা দেওয়া

নবী করীম ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার মাথার চুল মুন্ডন করতে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন:

চুলের ওজন অনুযায়ী রূপার সদকা দেওয়া উত্তম।

৭. সন্তানের জন্য দোয়া করা

সন্তানের জন্মের পরপরই তার জন্য হেদায়াত, সুস্থতা, দ্বীনি শিক্ষা ও উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া করা উচিত।

কুরআনে নবী ইবরাহিম (আ.) দোয়া করেছেন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

“হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ সন্তান দান করো।”

(সূরা আস-সাফফাত: ১০০)

এছাড়াও নবী ইমরান (আ.) এর স্ত্রীর দোয়া:

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

“আমি তার এবং তার সন্তানদের জন্য তোমার কাছে আশ্রয় চাই শয়তান থেকে।”

(সূরা আলে ইমরান: ৩৬)

তৃতীয় অধ্যায়:

হালাল রিজিক ও সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব

ইসলামে সন্তানের জন্য হালাল রিজিক এবং সঠিক লালন-পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা-মাতা সন্তানকে যা খাওয়ান, যা পরান এবং যেভাবে বড় করেন, সেটি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

১. হালাল রিজিকের গুরুত্ব

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“হে মানবজাতি! তোমরা যা কিছু পৃথিবীতে আছে তার মধ্যে থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর, এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”

(সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৮)

শিক্ষা:

সন্তানের লালন-পালনে হালাল উপার্জন করা ফরজ।

হারাম উপার্জন সন্তানের হৃদয়ে, চরিত্রে ও ঈমানে প্রভাব ফেলে।

২. হারাম খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“যে দেহ হারাম খাদ্যে বেড়ে ওঠে, জাহান্নামের আগুনই তার জন্য উপযুক্ত।”
(সহিহ তিরমিজি: ৬১৪)

হারাম উপার্জন থেকে সন্তানকে খাওয়ানো মানে তার শরীর, মন ও আত্মাকে নষ্ট করা।
হারাম খাদ্যের কারণে:

দোয়া কবুল হয় না।
সন্তানের চরিত্র খারাপ হয়ে যায়।
আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. সন্তানের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا
“তোমরা দারিদ্র্যের আশঙ্কায় তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তাদের এবং তোমাদের রিজিক প্রদান করি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।”
(সূরা আল-ইসরা: ৩১)

এই আয়াতের শিক্ষা হলো:

আল্লাহ রিজিকের গ্যারান্টি দিয়েছেন।
সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।
দারিদ্র্যের ভয়ে তাদের অধিকার হরণ করা যাবে না।

৪. সন্তানের দায়িত্বে অবহেলা করলে গুনাহ

স্বামীর ওপর তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির ভরনপোষণ এর দায়িত্ব। সন্তান বাল্যে না হওয়া পর্যন্ত বা উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার পিতাই তার ভরনপোষণ এর দায়িত্ব পালন করবে। এই হলো ইসলামের বিধান। এই দায়িত্ব পালন না করলে তারা অসহায় হয়ে পড়বে, যে কোন ভাবে ধ্বংস ও হয়ে যেতে পারে।
তাই এই দায়িত্ব পালন না করা মস্ত বড় গুনাহ।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَغُولُ

“যার দায়িত্বে যারা আছে, তাদের অধিকার নষ্ট করাই একজন মানুষের জন্য যথেষ্ট গুনাহ।”
(সহিহ মুসলিম)

স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে সেটাই সর্বোত্তম ব্যয়। এমন কি জিহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার থেকেও উত্তম। নিচে উদ্ধৃত হাদিসটিতে গুরুত্ব অনুসারে ব্যয়ের যে ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে এটা উপলব্ধি করা যায়।

আরেকটি হাদীসঃ

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

মুসলিম

“যার ওপর কারো খাওয়া-পোশাকের দায়িত্ব, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তাহলে সেটাই তার বড় গুনাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।”

স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়

স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে সেটাই সর্বোত্তম ব্যয়। যেমন, জিহাদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার চেয়েও উত্তম। নিচে উল্লেখিত

হাদীসটির সূত্র অনুসারে ব্যয়ের যে ক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে, তা থেকে এটা উপলব্ধি করা যায়। হাদীসটি এরূপঃ

أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَائِتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

— মুসলিম

“মানুষ যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে সেটি যা সে ব্যয় করে তার পরিবার-পরিজনের জন্য, তা সে ব্যয় করে জিহাদের জন্য সঙ্গীদের জন্য অথবা আল্লাহর পথে সাথীদের জন্য।”

এর মানে, সন্তানদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও সঠিক লালন-পালনে অবহেলা করা মারাত্মক গুনাহ।

৫. সন্তানের প্রাপ্য অধিকার

হাদীস ও কুরআনের আলোকে সন্তানের অধিকারগুলো হলো:

(ক) হালাল ও পবিত্র খাদ্য

হারাম খাবার, সুদ, ঘুষ, চুরি, প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(খ) নিরাপদ আশ্রয় ও পোশাক

সন্তানদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা।

(গ) সঠিক লালন-পালন

সন্তানের চরিত্র, আদব ও নৈতিকতা গড়ে তোলা।

(ঘ) দ্বীনি শিক্ষা

কুরআন, হাদীস, আকিদা, সালাত, সিয়াম, হালাল-হারাম শেখানো।

(ঙ) স্নেহ, ভালোবাসা ও মানসিক সুরক্ষা

সন্তানদের প্রতি করুণা ও দয়া করা।

৬. পিতা-মাতার জন্য সতর্কবার্তা

নবী ﷺ বলেছেন:

“আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। ইমামকে তার অধীনস্থদের জন্য, পুরুষকে তার পরিবারের জন্য, নারীকে তার স্বামীর ঘরের জন্য এবং চাকরকে তার প্রভুর সম্পদের জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(সহিহ বুখারী: ৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ১৮২৯)

অতএব, পিতা-মাতার জন্য সন্তানের খাদ্য, শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে অবহেলা মারাত্মক গুনাহ এবং আখিরাতে জবাবদিহির কারণ হবে।

চতুর্থ অধ্যায়:

সন্তানের শিক্ষা ও লালন-পালন

১. দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব

পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব হলো সন্তানকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬)

বাংলা অনুবাদ:

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।”

এই আয়াত প্রমাণ করে যে পরিবারের দ্বীনি শিক্ষা ও হিদায়াত দেওয়া পিতা-মাতার ওপর ফরজ।

২. কুরআন শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

" خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "

(সহিহ বুখারি: ৫০২৭)

বাংলা অনুবাদ:

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং তা শিক্ষা দেয়।”

তাই সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কুরআন শিক্ষা দেওয়া, হিফজ করানো, তিলাওয়াতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা অপরিহার্য।

৩. সালাতের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ" (আবু দাউদ: ৪৯৫)

বাংলা অনুবাদ:

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও, আর দশ বছর বয়স হলে তা আদায় না করলে হালকা প্রহার কর।”

এখান থেকে বোঝা যায় যে ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

৪. সঠিক আকীদা শিক্ষা

সন্তানের মাঝে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত সঠিক তাওহীদের আকীদা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক।

লোকমান (আঃ) তার পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩)

বাংলা অনুবাদ:

“হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি মহা অন্যায়।”

৫. দুনিয়াবী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন

শুধু দ্বীনি শিক্ষা নয়, বরং সন্তানকে দুনিয়াবী বিদ্যা, নৈতিকতা, চরিত্র গঠন এবং জীবিকা অর্জনের দক্ষতা শিক্ষা দেওয়াও জরুরি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"

(সহিহ মুসলিম: ২৬৬৪)

বাংলা অনুবাদ:

“বলবান মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় উত্তম ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।”

অতএব সন্তানকে এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে সে দ্বীনদার হওয়ার পাশাপাশি দুনিয়াতেও সফল হতে পারে।

ছেলে মেয়েদেরকে সুশিক্ষিত করা, বিশেষত ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে উন্নত চরিত্রে অধিষ্ঠিত করা পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন পিতা তার সন্তান কে কিভাবে নসিহত করবেন, কি কি উপদেশ ও শিক্ষা দান করবেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং সূরা লুকমানে তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম নসিহত :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, ‘প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম’।(সূরা লুকমান ৩১:১৩)

দ্বিতীয় নসিহত :

يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

‘হে আমার প্রিয় বৎস, নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পরিমাণ হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ’। (সূরা লুকমান ৩১:১৬)

তৃতীয় নসিহত:

يُنَبِّئُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْزُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصِبٌ ۖ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

‘হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ’। (সূরা লুকমান ৩১:১৭)

চতুর্থ নসিহত:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

‘আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাস্তিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না’। (সূরা লুকমান ৩১:১৮)

পঞ্চম নসিহতঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝

‘আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দস্তভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাস্তিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না’।

(সূরা লুকমান ৩১:১৮)

ষষ্ঠ নসিহত:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۚ

‘আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ’।(সূরা লুকমান ৩১:১৯)

পঞ্চম অধ্যায়:

চরিত্র গঠন ও আদব শিক্ষা

১. নৈতিকতা ও সত্যতার শিক্ষা

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদী, আমানতদার ও নৈতিক হতে শেখানো জরুরি।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১৯)

বাংলা অনুবাদ:

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।”

২. সহানুভূতি, নম্রতা ও সম্মানবোধ

সন্তানকে শিখাতে হবে কিভাবে সে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং ছোটদের প্রতি দয়া করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا"

(তিরমিজি: ১৯২০)

বাংলা অনুবাদ:

“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না।”

৩. খারাপ বন্ধু থেকে দূরে রাখা

বন্ধুত্ব চরিত্র গঠনে বড় ভূমিকা রাখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

" المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل "

(আবু দাউদ: ৪৮৩৩)

বাংলা অনুবাদ:

“মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকের উচিত কাকে বন্ধু বানাচ্ছে তা দেখা।”

এখান থেকে বোঝা যায়, সন্তানকে খারাপ সঙ্গ থেকে বাঁচানো এবং সৎ সঙ্গী নির্বাচন শেখানো অপরিহার্য।

৪. ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা

সন্তানকে দৈনন্দিন জীবনের ইসলামী আদব শেখানো পিতা-মাতার দায়িত্ব। যেমন:

খাবারের আগে বিসমিল্লাহ বলা

ডান হাতে খাওয়া

সালাম দেওয়া

সুন্দর ভাষায় কথা বলা

অশ্লীলতা ও গালি থেকে বিরত থাকা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا"

(সহিহ বুখারি: ৬০৩৫, সহিহ মুসলিম: ২৩২১)

বাংলা অনুবাদ:

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।”

৫. চরিত্র গঠনের ফলাফল

সন্তানের মধ্যে নৈতিকতা ও ইসলামী আদব গড়ে উঠলে সে হবে পরিবারের জন্য প্রশান্তি, সমাজের জন্য কল্যাণ এবং আখিরাতের জন্য নাজাতের কারণ।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(সূরা আত-ত্বুর, আয়াত: ২১)

বাংলা অনুবাদ:

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে একত্র করব।”

ষষ্ঠ অধ্যায়:

ন্যায়বিচার ও সমান আচরণ

পিতা-মাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও সমান আচরণ করা। ইসলামে পক্ষপাতিত্ব, বৈষম্য বা অবিচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, বৈষম্যের ফলে সন্তানদের মনে হিংসা, শত্রুতা, অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যা পরিবার ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(সূরা النحل: ৯০)

বাংলা অনুবাদ:

“নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সৎকর্মের আদেশ দেন।”

এই আয়াত শুধু সমাজ জীবনের জন্য নয়, বরং পারিবারিক জীবনে, বিশেষ করে সন্তানদের সাথে আচরণে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

(সহিহ বুখারি: ২৫৮৭, সহিহ মুসলিম: ১৬২৩)

বাংলা অনুবাদ:

“আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো।”

সকল ক্ষেত্রে সকল সন্তান-সন্ততির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা পিতা-মাতার কর্তব্য। তাদের লালন-পালন, খাওয়া-পরা, পোশাক-পাচ্ছদ, চিকিৎসা বা কোনো কিছু দেওয়ার ব্যাপারে সকল সন্তান-সন্ততিকে একই দৃষ্টিতে দেখা উচিত। অনেক বাবা-মা তাদের সব ছেলে-মেয়েকে এক দৃষ্টিতে দেখেন না। এটা অন্যায়, এ রকম হওয়া অনুচিত। এতে ছেলে-মেয়েদের অন্তরে মানসিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে তাদের অন্তরে পিতার প্রতি অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর একটি হাদীস থেকে জানা যায় :

"اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"

"তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে সুবিচার কর, তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা কর, তোমার তাদের মধ্যে ইনসারফ কামনা কর"। — মুসনদে আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ।

সাহাবী নুমান ইবনে বশীর রা. বলেন, তার পিতা তাঁকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সকল সন্তানকে কি এভাবে একটি করে ক্রীতদাস দান করেছ? জবাবে তিনি বললেন, 'না'। তখন রাসূল সা. বললেন, তুমি এ দান ফিরিয়ে নাও'। হাদীসটির ভাষা এরূপ :

"إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، أَكَلَ وَلَدَكَ نَحَلْتُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: فَارْجِعْ"

অন্য এক হাদীস :

"سَوِّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ"

"দান করার ব্যাপারে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সমতা বজায় রাখ।"

সন্তানদেরকে একভাবে দেখা, তাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা, একেেকজনকে তুলনামূলক অন্য জনকে অধিক পছন্দের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সা.। এই বৈষম্যমূলক আচরণ পারিবারিক সম্পর্কের কণ্টকময় অবস্থার জন্ম দেয়। পারিবারিক জীবনে হিংসা-বিরোধ ও অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হতে পারে। ফলে তাদের পক্ষপদের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। পারিবারিক পরিবেশে অসান্তি, কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সম্পর্কে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি করা যায়।

ছেলে-মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ সম্পর্কে একবার জনৈক সাহাবীর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা.-তাকে প্রশ্ন করেন :

أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ؟

“তোমার সাথে তোমার সব সন্তান সমান আচরণ করে-তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে না?”

এর জবাবে সাহাবী জবাব দিলেন :

فقال: نعم.

“হ্যা, অবশ্যই।”

তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন :

فَالْحَقُّ أَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ التَّفْضِيلَ مُحَرَّمٌ

– নীল আল-আওতারের হ/২, পৃ. ১১২

“তাহলে সন্তানদের কাউকে অন্যজনের তুলনায় বেশি দেওয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পারে না।” —মুসলিম শরীফ

সাধারণভাবে সন্তান-সন্ততি সমান দৃষ্টিতে দেখা, সব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা ইসলামের শিক্ষা।

১. ভালবাসায় সমান আচরণ – এক সন্তানকে বেশি ভালোবাসা ও অন্যকে অবহেলা করা ঠিক নয়।
২. উপহার ও দানে সমতা – যদি কাউকে কিছু দেওয়া হয়, অন্যদেরও ন্যায্য অংশ দেওয়া জরুরি।
৩. শিক্ষা ও সুযোগে সমানতা – ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য না করে উভয়ের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।
৪. শাসন ও পুরস্কারে সমতা – অপরাধ করলে সবার ক্ষেত্রে সমান শাস্তি, ভালো কাজ করলে সমান প্রশংসা।

ন্যায়বিচার না করার ক্ষতি:

ভাই-বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ বাড়ে

পিতা-মাতার প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি হয়

পরিবার ভেঙে যেতে পারে

আখিরাতে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে

সংক্ষেপে শিক্ষা

সন্তানদের সাথে ন্যায়বিচার করা শুধু পারিবারিক দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ নির্দেশ।

ন্যায়বিচারের মাধ্যমে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পায়।

সপ্তম অধ্যায়:

সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা

সন্তান শুধু বর্তমান জীবনের নয়, ভবিষ্যতেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। তাদের দ্বীনি, দুনিয়াবি ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। ইসলামে সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে।

১. সঠিক সময়ে বিয়ে দেওয়া

পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো সন্তানকে যথাসময়ে বিবাহ দেওয়া, যাতে তারা ফিতনা, অশ্লীলতা ও হারাম কাজে লিপ্ত না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

(সহিহ বুখারি: ৫০৬৬, সহিহ মুসলিম: ১৪০০)

বাংলা অনুবাদ:

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে।”

২. ধার্মিক সঙ্গী নির্বাচন

বিবাহের সময় সন্তানদের জন্য ধার্মিক ও সৎ চরিত্রের সঙ্গী নির্বাচন করা পিতা-মাতার কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ ... فَاطْفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

(সহিহ বুখারি: ৫০৯০, সহিহ মুসলিম: ১৪৬৬)

বাংলা অনুবাদ:

“নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও ধর্মীয়তা। তবে তুমি ধার্মিক স্ত্রীকেই গ্রহণ করো, তাতেই তোমার কল্যাণ।”

৩. আর্থিক সুরক্ষা

পিতা-মাতাকে সন্তানের জন্য হালাল উপার্জন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তাদের লালন-পালন পবিত্র রিজিকে হয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
(সূরা নিসা: ৯)

বাংলা অনুবাদ:

“যারা আশঙ্কা করে যে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের দুর্বল সন্তানরা রেখে যাবে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।”

৪. উত্তরাধিকার হক প্রদান

সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার হক কুরআনে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করা আবশ্যিক।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
(সূরা নিসা: ১১)

বাংলা অনুবাদ:

“আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেন: পুত্রের জন্য দুই কন্যার সমান অংশ।”

৫. দ্বীনি ও নৈতিক দিক থেকে সুরক্ষা

সন্তানকে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা, নামাজ-রোজার অভ্যাস এবং সুন্দর চরিত্র শেখানোই তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার মূল চাবিকাঠি।

সংক্ষেপে শিক্ষা

সন্তানকে সঠিক সময়ে বিয়ে দেওয়া তাদের ঈমান রক্ষার মাধ্যম।

ধার্মিক সঙ্গী নির্বাচন করলে পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠে।

আর্থিক সুরক্ষা ও উত্তরাধিকার হক প্রদানের মাধ্যমে তাদের দুনিয়াবি নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে আখিরাতে সুরক্ষা হয়।

অষ্টম অধ্যায়:

সন্তানের জন্য দোয়া

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে অমূল্য নিয়ামত। তবে এ নিয়ামতকে সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কুরআন ও হাদীসে সন্তানের জন্য দোয়ার বহু নমুনা পাওয়া যায়।

১. সন্তানের জন্য দোয়া করার গুরুত্ব

দোয়া পিতা-মাতার সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।

সন্তানের জন্য করা দোয়া ফেরেশতাদের আমিনে কবুল হয়ে যায়।

সন্তানের সাফল্য, ঈমান ও কল্যাণে পিতা-মাতার দোয়া অপরিহার্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ...

(তিরমিজি: ১৯০৫, সহিহ হাদিস)

বাংলা অনুবাদ:

“তিনটি দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না: এর মধ্যে একটি হলো পিতা-মাতার সন্তানের জন্য দোয়া।”

২. কুরআনে সন্তানের জন্য দোয়া

📖 হযরত জাকারিয়া (আ.) এর দোয়া:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

(সূরা আলে ইমরান: ৩৮)

বাংলা অনুবাদ:

“হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয় তুমি দোয়া শ্রবণকারী।”

□□ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দোয়া:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

(সূরা ইবরাহীম: ৪০)

বাংলা অনুবাদ:

“হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী করো এবং আমার সন্তানদেরকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করো।”

□□ সালেহ বান্দাদের দোয়া:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(সূরা আল-ফুরকান: ৭৪)

বাংলা অনুবাদ:

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আমাদের চোখের শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানাও।”

৩. সন্তানের হেফাজতের জন্য দোয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের জন্য এ দোয়া করতেন:

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ غَيْرٍ لَأَمَّةٍ

(সহিহ বুখারি: ৩৩৭১)

বাংলা অনুবাদ:

“আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বাণীর মাধ্যমে তোমাদের দুজনকে (হাসান ও হুসাইন) আশ্রয় দিচ্ছি, প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী এবং কুদৃষ্টির হাত থেকে।”

৪. দোয়ার শিষ্টাচার

১. সন্তানের জন্য দোয়া করতে হবে আন্তরিকভাবে।
২. শুধু দুনিয়ার কল্যাণ নয়, আখিরাতের মুক্তির দোয়াও করতে হবে।
৩. আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

সংক্ষেপে শিক্ষা

সন্তানের জন্য দোয়া করা শুধু ইচ্ছা নয়, বরং পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব।

দোয়ার মাধ্যমে সন্তানকে আল্লাহর হেফাজতে অর্পণ করা হয়।

কুরআন ও হাদীসে শেখানো দোয়াগুলোই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

নবম অধ্যায়:

সন্তানেরা অবাধ্য হলে করণীয়

সন্তান আল্লাহর অমূল্য নিয়ামত হলেও মাঝে মাঝে তারা পিতা-মাতার কথায় অবাধ্য হতে পারে। এ অবস্থায় পিতা-মাতার জন্য জরুরি হলো ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপায় অবলম্বন করা। ইসলামে সন্তানের অবাধ্যতার মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা রয়েছে।

১. ধৈর্য ও সহনুভূতি অবলম্বন

পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি কখনো কঠোর রাগান্বিত হবেন না। বরং সহনুভূতি দিয়ে বোঝাবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

(সূরা ত্বাহা: ১৩২)

বাংলা অনুবাদ:

“তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের আদেশ দাও এবং এতে ধৈর্য ধারণ করো।”

২. উপদেশ ও নসীহত প্রদান

সন্তানের ভুল হলে নরমভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত। হযরত লুকমান (আ.) তাঁর সন্তানের প্রতি উপদেশ দিয়েছিলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

(সূরা লুকমান: ১৭)

বাংলা অনুবাদ:

“হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখো এবং যা তোমার উপর আসে তার প্রতি ধৈর্য ধরো।”

৩. শাসন, কিন্তু অত্যাচার নয়

প্রয়োজনে সন্তানকে শাসন করা যেতে পারে, তবে তা হতে হবে সংযত ও ন্যায্য। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا نُزْعٌ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

(সহিহ মুসলিম: ২৫৯৪)

বাংলা অনুবাদ:

“যে কাজে নম্রতা থাকে, তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। আর যে কাজ থেকে নম্রতা দূর হয়, তা কলঙ্কিত হয়ে যায়।”

৪. ভালো বন্ধু নির্বাচন

সন্তান অবাধ্য হওয়ার অন্যতম কারণ খারাপ সঙ্গ। পিতা-মাতার উচিত সন্তানের বন্ধু নির্বাচন ও তাদের পরিবেশ খেয়াল রাখা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل

(আবু দাউদ: ৪৮৩৩, তিরমিজি: ২৩৭৮)

বাংলা অনুবাদ:

“মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে। তাই তোমাদের প্রত্যেকে যেন দেখে কাকে সে বন্ধু করছে।”

৫. দোয়ার মাধ্যমে সন্তানের হিদায়াত প্রার্থনা

সন্তানের অবাধ্যতার সময় পিতা-মাতার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো দোয়া। সন্তানের কল্যাণ, হিদায়াত ও উন্নতির জন্য আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে হবে।

সংক্ষেপে শিক্ষা

সন্তানের অবাধ্য হলে ধৈর্য ও সহনুভূতি অবলম্বন করতে হবে।

উত্তম উপদেশ, সঠিক পরিবেশ ও দোয়ার মাধ্যমে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

কখনোই রাগের বশে অভিশাপ দেওয়া যাবে না, বরং হিদায়াতের দোয়া করতে হবে।

দশম অধ্যায়:

সন্তানের অধিকার লঙ্ঘনের পরিণতি

আল্লাহ তাআলা সন্তানকে পিতা-মাতার কাছে একটি অমানত হিসেবে দিয়েছেন। এই অমানতের হক আদায় করা ফরজ দায়িত্ব। যদি পিতা-মাতা এ দায়িত্বে গাফেলতি করে বা সন্তানের অধিকার লঙ্ঘন করে, তবে তার কঠিন পরিণতি রয়েছে—দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রেই।

১. আখিরাতে জবাবদিহিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(সহিহ বুখারি: ৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ১৮২৯)

বাংলা অনুবাদ:

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

অতএব, সন্তানদের হক আদায় না করলে আখিরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

২. আল্লাহর অভিশাপ ও গজব

যে পিতা-মাতা সন্তানকে অবহেলা করে, তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْولُ

(আবু দাউদ: ১৬৯২, সহিহ মুসলিমে সমর্থিত)

বাংলা অনুবাদ:

“যে ব্যক্তি তার পরিবারকে অবহেলা করে, তার জন্য এতেই বড় পাপ যথেষ্ট।”

৩. সন্তান অবাধ্য ও অবিশ্বাসী হয়ে উঠা

পিতা-মাতা যদি ন্যায়বিচার না করে, দ্বীনি শিক্ষা না দেয়, কিংবা তাদের হক নষ্ট করে, তবে সন্তান শয়তানের কবলে পড়ে অবাধ্য হয়ে উঠতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

(সূরা তাহরীম: ৬)

বাংলা অনুবাদ:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।”

যদি পরিবারকে (সন্তানকে) রক্ষা করা না হয়, তবে তারা জাহান্নামের দিকে ধাবিত হতে পারে।

৪. পারিবারিক অশান্তি ও ভাঙন

সন্তানের অধিকার লঙ্ঘনের কারণে পরিবারে—

অশান্তি,

বিদ্বেষ,

ভাই-বোনের মধ্যে শত্রুতা,

পিতা-মাতার প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

৫. সমাজের ক্ষতি

অবহেলিত সন্তান বড় হয়ে সমাজে—

অপরাধী,

অন্যায়ের সহযোগী,

দায়িত্বহীন নাগরিক হয়ে যায়।

অতএব, এটি শুধু পরিবারের ক্ষতি নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য ধ্বংসাত্মক।

সংক্ষেপে শিক্ষা

সন্তানের অধিকার লঙ্ঘন করা বড় গুনাহ।

এর পরিণতি দুনিয়াতে পারিবারিক ভাঙন এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি।

সন্তানদের অধিকার রক্ষা করা মানেই নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা করা।

একাদশ অধ্যায়:

বাস্তব জীবনের গল্প ও উপদেশ

সন্তান লালন-পালন শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং বাস্তব জীবনের ঘটনা ও উপদেশ থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি শিক্ষা নেয়। সাহাবীগণ, আলেমগণ এবং নেককারদের জীবন থেকে আমরা সন্তান প্রতিপালনের মূল্যবান দৃষ্টান্ত পাই।

১. সাহাবাদের দৃষ্টান্ত

✎ হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)

তিনি সন্তানদের শাসন করার সময় প্রথমে নিজের অবস্থার দিকে তাকাতেন। তিনি বলতেন: “আমরা যদি সন্তানদের হক নষ্ট করি, তাহলে তাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আশা করা অন্যায়।”

অর্থাৎ, সন্তানের অবাধ্যতার আগে পিতা-মাতাকে নিজেদের দায়িত্ব পালনের হিসাব নিতে হবে।

✎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)

তিনি সন্তানদের নামাজের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি তাদের বলতেন: “যে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, সে দ্বীনের অন্য সবকিছু রক্ষা করবে।”

২. আলেমদের উপদেশ

□ ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেছেন:

“সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি শিক্ষা দাও, নৈতিকতা শেখাও। যদি তুমি তা না করো, তবে শয়তান ও খারাপ পরিবেশ তাদের দখল করবে।”

□ ইমাম ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন:

“পিতা-মাতা যদি সন্তানের শিক্ষা ও লালন-পালনে গাফেলতি করে, তবে সন্তানের অবাধ্য হওয়ার জন্য তারা দায়ী।”

৩. বাস্তব জীবনের আধুনিক শিক্ষা

✎ খারাপ সঙ্গের প্রভাব

আজকের সমাজে অসংখ্য ভালো সন্তান খারাপ বন্ধু ও ইন্টারনেটের অপব্যবহারের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানের সঙ্গ, বন্ধু এবং অনলাইন কার্যকলাপ খেয়াল রাখা।

✎ ভালোবাসা ও সময় দেওয়া

অনেক সন্তান অবহেলার কারণে বিপথগামী হয়। টাকা-পয়সা দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং সন্তানকে সময় দেওয়া, তাদের কথা শোনা, স্নেহ ও আদর দেওয়া সবচেয়ে জরুরি।

✎ সন্তানের প্রতিভা বিকাশ

সন্তানের মাঝে যে যোগ্যতা আছে, তাকে উৎসাহিত করা উচিত। যেমন কেউ পড়াশোনায় ভালো, কেউ কারিগরি দক্ষতায়। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো তাদের প্রতিভাকে ইসলামের আলোকে বিকাশ করা।

৪. সংক্ষিপ্ত উপদেশ

সন্তানকে ছোটবেলায় দ্বীনি শিক্ষা দিতে হবে।

ন্যায়বিচার ও সমান আচরণ করতে হবে।

তাদের সাথে সময় কাটানো ও তাদের কথা শুনতে হবে।

খারাপ পরিবেশ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে।

সর্বদা তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

মাওলানা তারিক জামিলের বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ঘটনাটি জর্ডান নামক একটি দেশের যেখানে তাবলীগ জামাতের আমির সাহেব, আমাদেরকে তাদের বাসায় নিয়ে গেলেন। আমরা দুজনেই ভীষণ অবাক হলাম, মাত্র দু'কক্ষ বিশিষ্ট একটা ঘর, ঘরের মধ্যে এক পাশে কিছু খালি বাসন, তরকারির বুড়ি, একটা কাঠের উপরে জড়ো করা কয়েকটি কাপড়, আর আরাম করার জন্য একটা মাদুর ও দুইখানা ইট।

আমার স্ত্রীকে নিয়ে এক কক্ষে আর আমাকে আরেক কক্ষে নিয়ে গেলেন।

তাদের মোট ছয়টি মেয়ে, যারা সবাই পরিপূর্ণ পর্দা করে, আর একটি খুব ছোট ছেলে বাচ্চা কোলে।

ছেলেটির বয়স যখন একদিন, তখনই তার মা, কালো একটা কাপড় দিয়ে বাচ্চার চোখ বেঁধে দুধ পান করান। এখন ছেলেটির বয়স এক বছর, ওর যখন দুধ খাওয়ার নেশা চাপে, তখনও কালো কাপড়টি মায়ের হাতে তুলে দেয়। বোনদের সঙ্গে কিতাবের উপর হাত দিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

আমার স্ত্রীকে খাবার দেওয়ার পর, তিনি এইসব দৃশ্য দেখে দোয়া না পড়েই খাবার মুখে দিতে গেলেন। চার বছরের পিচ্চি মেয়ে, আমার স্ত্রীর হাত চেপে ধরলেন, আর বললেন দোয়া না পড়লে খাবার খেতে দেবোনা।

এইসব দৃশ্য আমি খুব উপভোগ করছিলাম। আর জুতা পায়ে দিচ্ছিলাম, পিচ্চিটা দৌঁড়ে এসে বলল, “চাচা আপনি তো বাম পায়ে জুতা আগে পায়ে দিচ্ছেন, এখন খুলে আবার ভালো করে দোয়া পড়ে জুতা পায়ে দিন।”

আমি চিন্তায় বিভ্রম হয়ে গেলাম, এটা কেমন মা, যার চার বছরের মেয়ে, আমার মতো মাওলানার ভুল ধরিয়ে দেয়!

আমি আমির সাহেবের সাথে রাস্তায় বের হয়ে একটা গাড়িতে উঠলাম, ড্রাইভার মাতাল থাকার কারণেই হঠাৎ এক্সিডেন্ট করে গাড়ি থেমে যায় এবং আমার চোখের সামনেই আমির সাহেব ইন্তেকাল করেন।

সবাই মিলেই ধরাধরি করে লাশটা নিয়ে এলাম, তার স্ত্রী, কন্যা লাশ দেখে দোয়া পড়লেন, যেখানে আমারই ইচ্ছা করছে চিৎকার করে কান্না করতে, সেখানে তার পরিবারের কারোই কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম না।

আমার স্ত্রী এসে হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন,
“ভাবী ভাইয়ের দাফনের ব্যবস্থা করতে বলেছে দ্রুত!”

আমি সবকিছু এনে দেখি, আমার স্ত্রী একা একা কান্না করছে, আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে ভীষণ জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিল। আমি তার মুখ চেপে ধরে আওয়াজটা বন্ধ করলাম, বললাম কি হয়েছে?

আমাকে বললো “কিছুই হয়নি, আমাকে ক্ষমা করো, তোমার উপযুক্ত স্ত্রী আজও হতে পারিনি, ওই দেখো, ভাইয়ের পরিবারের সবাই নামাজে দারিয়ে কান্না করছে দোয়া করছে, আল্লাহর কাছে তার মাগফিরাত কামনা করছে।”

ওগো এত ধৈর্যশীল পরিবার ও কি এখনো আছে? আমি আমার স্ত্রী কে সান্ত্বনা দিয়ে বাইরে এসে লাশের বাকি কাজটুকু সমাধান করলাম।

রাতের বেলাই হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল কান্নার শব্দে।

আস্তে-আস্তে উঠে গিয়ে দেখি, ভাবী সাহেবা তার ছয় মেয়েকে নিয়ে তাহাজ্জুদ সালাতে কান্না করছেন। কি অবাক করার বিষয়! এই চার বছরের বাচ্চা মেয়েও মায়ের সঙ্গে নামাজে দোয়া করে যাচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে দোয়া করা শুনতে লাগলাম। এতই দারুণ দোয়া যে, শুনতে শুনতে কখন যে আমার চোখের পানি দাঁড়ি ভিজে মাটিতে পড়ছিল, তা নিজেও জানি না।

আল্লাহর কাছে বললাম,

"তার বিয়ের উপযুক্ত মেয়েগুলোর যেন দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন!"

আরও বললেন, “হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে রহমতের দান করুন এবং উত্তম রিজিক দান করেন।”

আমি ফজরের সালাতের পরে একটু ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে শুনি, শহরের নাম করা তিন জন হুজুর প্রচুর পরিমাণে মোহরনা নিয়ে তার তিন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, তিনি রাজি হওয়াই, দুপুরে বিয়ে।

আমার খুব কান্না চলে এল, এ কেমন নারী, যে কিনা রাতের বেলায় দোয়া করতেই ভোর বেলায় ফল পেয়ে যান!

আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের পরিবার আমাদেরকেও দান করুন। আমিন।

ইসলামিক ও ধার্মিক পিতা মাতার কারণে সন্তান ও ধার্মিক হয়ে উঠবে এতে করে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা খুব ভালো ভাবে চলবে।

সংক্ষেপে শিক্ষা

বাস্তব উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে—

দায়িত্বশীল পিতা-মাতা সন্তানকে দ্বীনদার করে তুলতে পারে।

অবহেলাকারী পিতা-মাতার সন্তানেরা প্রায়ই বিপথগামী হয়।

ভালোবাসা, শিক্ষা ও দোয়া—এ তিনটি হলো সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ার সবচেয়ে বড় উপায়।

উপসংহার

জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো সন্তান। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অমূল্য আমানত। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সেই আমানতকে সঠিকভাবে রক্ষা করা, লালন-পালন করা এবং তাদেরকে দ্বীনদার, নৈতিক ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

সন্তান-সন্ততি বাবা-মায়ের নিকট সবচেয়ে আদরণীয়, পৃথিবীর সকল কিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান ও পরম কাঙ্ক্ষিত। আল্লাহ আমাদের তাদেরকে আমাদের নিকট মহান নিয়ামত ও মূল্যবান আমানত হিসেবে প্রদান করেছেন।

অতএব, তাদের অর্থে—পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তাদেরকে যথার্থভাবে লালন-পালন করে, উপযুক্ত শিক্ষা-শিক্ষিত করে, উচ্চ সততা-চরিত্রবান করে গড়ে তোলা। এতে সন্তানের যেমন কল্যাণ তেমনি পিতা মাতারও চক্ষু শীতল হয় এবং সমাজ ও নানাভাবে উপকৃত হয়। কেননা, সন্তান-সন্ততি সকলেই বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তেমনি সমাজের জন্য অতি মূল্যবান মানব সম্পদ। তাই তাদের যথাযথ উন্নয়নে মা বাবা যেমন উপকৃত হয় তেমনি সমাজ ও উপকৃত হয়।

পক্ষান্তরে ছেলে-মেয়েদের সঠিক লালন-পালন না করলে, তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে এবং উত্তম স্বভাব চরিত্র বিশিষ্ট করে গড়ে না তুললে তাদের জীবন বরবাদ হয়, পিতা মাতার জীবনে অশেষ দুঃখ কষ্ট নেমে আসে এবং ঐ সব সন্তানেরা সমাজের জন্য দর্বহ বোঝা ও জঞ্জাল হিসেবে পরিগণিত হয়।

তাই সকলের ছেলেমেয়েদের কে শিশুকাল থেকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তোলার জন্য পিতা মাতার যেমন সচেষ্ট হওয়া উচিত সমাজের বা রাষ্ট্রের ও তেমনি উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান ও সুস্থ সামাজিক কাঠামো শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বিনির্মান ও সৃষ্টিতে করার্যকর ভূমিকা পালন করা আবশ্যিক।

পিতা মাতার এ দায়িত্ব পালনে ইসলাম যেমন তাগিদ দিয়েছে আবার তেমনি সঠিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করলে পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি সকলের জন্য মহা আনন্দের সু সংবাদ ও প্রদান করেছেন।

এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছেঃ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ — الطور ٢١ :

“এবং যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমান আনবার ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়, আমরা তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফলে আমি কিছুই হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কর্মফলের জন্য দায়ী।”

— সূরা আত-তুর : ২১

আবার সন্তান-সন্ততির প্রতি অতিরিক্ত মায়া করে আল্লাহ কে ভুলে না যায়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তার বান্দাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ — المنافقون ٩ :

“হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে—যারা গাফিল হয়ে যায় তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত।

” — সূরা মুনাফিকুন : ৯

অতএব মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই সর্বোত্তম পন্থা। অর্থাৎ সন্তান সন্ততির জন্য মায়া মহব্বত অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু তাদের মহব্বতে আল্লাহর স্মরণে গাফিল হওয়া যাবে না। সন্তান সন্ততির জন্য ধন সম্পদ উপার্জন ও সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা যেনো আখিরাতের চিন্তা কে মনে থেকে অপসারিত করে না দেয়। এজন্য ইমানদার কে অবশ্যই সংযম ও ভারসাম্য পূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অত্যন্ত যুক্তিসংগত। আল্লাহ তা' আলা বলেন

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ — التغابن ১৫-১০ :

“হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাক। তোমরা যদি তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদের ক্ষমা কর, উন্ন জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা, আল্লাহরই নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার। তোমরা

আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং দান কর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য;
আর আত্মার কার্পণ্য থেকে মুক্ত যারা সফলকাম।”

— সূচা আত-তাগাবুন : ১৪-১৬

উপরে সংক্ষেপে কুরআন-হাদিসের আলোকে সমাজের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এর দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হলো যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া থেকে বালগ হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে বালগ হওয়ার পরে এমনকি বিয়ে হওয়ার পরেও (তালাক ইত্যাদি) পিতা মাতার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালন এর মাধ্যমে সন্তানের জীবন সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে, পরিবার এ শান্তি স্বস্থি সৃষ্টি হতে পারে, সমাজে সুখ শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। বর্তমানে যুবসমাজে অস্থিরতা, উশৃংখলতা এবং নানারূপ উদ্বেগজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন না করার কারনেই হচ্ছে। এ সম্পর্কে পিতা মাতার যেমন সচেতন হওয়া প্রয়োজন, সমাজ বলা রাষ্ট্রের ও তেমনি যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। সকলের প্রচেষ্টাতেই আমাদের সন্তান সন্ততি - যারা আমাদের পরিবার সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ ও মহামূল্যবান মানব সম্পদ, তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়কেই নিরাপদ করা যেতে পারে।

পুরো আলোচনায় আমরা দেখেছি—

সন্তান আল্লাহর নেয়ামত ও পরীক্ষার মাধ্যম।

পিতা-মাতার জন্য সন্তান সদকা জারিয়া হতে পারে, যদি তাদেরকে সঠিক পথে গড়ে তোলা যায়।

কুরআন ও হাদীসে বারবার বলা হয়েছে সন্তানকে ভালো নামাজ শিক্ষা, নৈতিকতা ও দ্বীন শেখাতে।

আধুনিক সমাজে প্রযুক্তি, খারাপ সঙ্গ এবং অবহেলার কারণে অনেক সন্তান নষ্ট হচ্ছে। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব দ্বিগুণ।

ভালোবাসা, সময়, ন্যায়বিচার, শিক্ষা এবং দোয়া—এগুলোই সন্তানের প্রতি সর্বোত্তম উপহার।

চূড়ান্ত শিক্ষা

ঐ সন্তান যদি সৎ, দ্বীনদার এবং দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে ওঠে, তবে পিতা-মাতার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সওয়াব বয়ে আনে।

ঐ কিন্তু যদি সন্তানকে অবহেলা করা হয়, তবে দুনিয়ায় কষ্ট ও আখেরাতে জবাবদিহি উভয়ই করতে হবে।

একটি দোয়া

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَادَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ لَنَا، وَاجْعَلْهُمْ صَالِحِينَ، وَارْزُقْنَا بِرَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ

বাংলা অর্থ:

“হে আল্লাহ! আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা বানাও, তাদেরকে নেক-সৎ করো, এবং জীবনে ও মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ থেকে আমাদের উপকার দাও।”

এভাবেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধু একটি সামাজিক কর্তব্য নয়, বরং এটি একটি ইবাদত এবং আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার।